কাকে ডাকি

অরুনা মুখোপাধ্যায়

কাউকে ডাকব না
একলাই পার হয়ে যাব সমস্ত আকাশ
একলাই
করতলে রেখে দেব সারা দিন সারা রাত
গোটা একটা জীবন
যদি বহুদূরে পিছনে পড়েও থাকে ধূমল চিত্রের মতো
কিছু পরিচয়

কি আসে যায়
যদি গর্ভিণী মহিষীর মত মন্থর পায়ে নাই ফিরি
শহরতলীর চেনা পথে!
এ ক লা ই
আঙুলে জড়িয়ে নেব অবাধ্য লাগাম
বশ করে নেব উদ্ধত ঘোড়ার মত সময়ের সব জেদ,
ডাকব না কাউকেই
শুধু তোমার অপেক্ষায়
ক্ষণমাত্র থেমে যেতে পারি
যদি সমস্ত শিকড় ছিঁড়ে
আস এই পথে

বাস্তব

বেমালুম মানুষের ভীড়ে মিশে
পৃথিবীতে কিছু জন্তু মানুষের ছদ্মবেশে ঘোরে
পাশাপাশি বসে, হাসে, খায়
সন্তান পয়দা করে ঘর বাঁধে
এমন কি কখনো কখনো
দুপায়ে দাঁড়ায়।

শুধু যদি একবার বন্য বরাহের ডাক শোনে
সব ভুলে চারপায়ে ছোটে

ছেঁড়া জলছবি থেকে সংগৃহীত

দাহ্য, কাকে পোড়ালে

দুঃখের দিনে যে ধরেছে হাত
তাকে তুমি বর্জন করেছ
যে গাছ ছায়া দিল
শিকড় উপড়ে দেখতে চেয়েছ তার
মাটিতে কতটা নুন

বৃষ্টি তোমায় দ্রবতা দেয় নি
নদীর কাছে এই অভিযোগে
বেঁধে নিলে স্রোতের স্বচ্ছতা

আর এমন হুতাশে হাহুতাশে
শুকিয়ে দিলে আর্দ্র বাতাস

দাহ্য হয়ে কাকে পোড়ালে তুমি, কাকে!

স্বপ্নসম্ভব

ইচ্ছে হয় মরে যাই, মরে গিয়ে
বেঁচে উঠি অন্য আমি হয়ে
হাত , পা, জিভ সব গোটাগুটি নিয়ে আবার শুরু করি
একটা সমস্ত জীবন।
এভাবে অর্ধাঙ্গ হয়ে কত পথ হাঁটা যায়
একা একা?
আমার একটি হাত মাত্র একটাই হাতে
আমি তীব্রভাবে জড়াতে চাই সবকটি সঙ্গী আঙ্গুল
আমার কাটা জিভে কোন শব্দ ফোটাতে পারিনা ঠিকভাবে
তবুও এক বাগানের স্বপ্ন দেখি
সে বাগানে ফুটে থাকে থরে থরে বর্ণমালার ফুল
এ্যম্পুটেট করা পায়ে আর কত যাওয়া যায়
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে?
ঘুমের ঘোরে তূণীর টপকে লাফ দিয়ে
তীরের মতই দৌড়ে যেতে যেতে
ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিই
কতটা পেছিয়ে আছে প্রতিদ্বন্দ্বী পা।

সবকিছু শুধু ঘুমের ভেতর।
ঘুম ভেঙে গেলে
আয়নায় নিজের বিকৃত চেহারা
মুখ ভ্যাঙচায় ভয়ে চোখ বুঁজি।

এভাবে আধখানা জীবন নিয়ে নয়
মরে গিয়ে আবার ফিরতে চাই
সমগ্র একটা জীবনে
শক্ত সবল পুষ্ট দুটো হাত, দুটো পা, পুরো
একটা জিভ চাই তখন আমার। তার আগে
যেন মরে যাই। নিজেকে দূরে ঠেলে
এভাবে বাঁচার নাম প্রচন্ড অসুখ।